নির্ধারিত কাজের উত্তর

ভূমিকাঃ

যাকাত আরবি শব্দ । আবিধানিক অর্থ বৃদ্ধি ,পবিত্রতা , পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় ধনী ব্যাক্তিদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরীব ও অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে ।আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল- মুযযাম্মিল এর ২০ নং আয়াতে বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

"আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।"

যাকাত হলো দরিদ্রের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ নয় । আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

" তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তঃ

(১) যাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হল মুসলমান হওয়া ।

(২) যে পরিমান সম্পদের মালিক হলে শরিয়াতে যাকাত ফরজ হয় , সে পরিমান সম্পদের মালিক হওয়া ।

(৩)সম্পদ এক বছরকাল স্থায়ী হওয়া।

(৪) ঋণগ্রস্ত না হওয়া, তবে ঋন পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ হাতে থাকে তাহলে যাকাত দিতে হয় ।

(৫) বালেগ হওয়া

(৬)নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ।

কাকার উপর যাকাত ফরজ হওয়ার কারণঃ

যাকাত ফরজ হওয়ার উপরে উল্লেখিত শর্তগুলো আমার কাকার মধ্যে বিদ্যমান থাকায় আমার কাকার উপর যাকাত ফরজ হয়েছে।

যাকাত প্রদানের কর্ম পরিকল্পনাঃ

নিম্নে কাকার যাকাত প্রদানের কর্মপরিকল্পনা আলোচনা করা হলোঃ

যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণঃ সোনা, রুপা ,ব্যবসার মাল, ধাতু মুদ্রা, নোট, গয়না ইত্যাদির শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত প্রদান করা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত।

এ বছর আমার কাকার নিকট নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৪০০০০০ টাকা।

হিসাবঃ

১০০ টাকায় যাকাত দিতে হবে $২\frac{১}{২}$ বা $\frac{৫}{২}$ টাকা

$\therefore$ ১ টাকায় যাকাত দিতে হবে $\frac{৫}{২\times১০০}$ টাকা

$\therefore$ ৪০০০০০ টাকায় যাকাত দিতে হবে $\frac{৫\times৪০০০০০}{২\times১০০}$

$=১০০০০$ টাকা

অতএব .কাকাকে ১০০০০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের খাতঃ

যাকাতের খাতগুলোকে নিম্নোক্তরুপে শিরোনাম করা যায়।যেমনঃ

(১) ফকীর,

(২) মিসকীন ,

(৩) যাকাত বিভাগের কর্ম্মচারী ,

(৪) ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে কারো মন জয় করার জন্য,

(৫) গোলাম আযাদ করা ,

(৬) ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তির ঋন পরিশোধ করা ,

(৭) ফী সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে ব্যয় করা) ।

(৮) পথিক বা মুসাফির।

আমার এলাকায় যাকাতের খাতঃ

আমাদের এলাকায় এখন গোলামের প্রচলন না থাকায় এবং আমার কাকার যাকাত বিভাগের কর্মচারী না থাকায় এই দুইটি খাতে যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা নেই।তাই আমার এলাকায় যাকাতের খাতগুলো নিম্নরুপঃ

- ফকীর
- মিসকীন,
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋন পরিশোধ করা,
- আল্লাহর পথে ব্যয় করা
- মুসাফির

যাকাত হিসাবে যা দেয়া যায়ঃ

আমার কাকা যাকাত হিসাবে যা যা দিতে পারেন তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

- ঋনগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋন পরিশোধ করার জন্য নগদ টাকা দিতে পারেন ।
- আমাদের এলাকায় যেসব দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত, (ফকীর) আছে তাদের কে কিছু দ্রব্য সামগ্রী যেমন চাল ,আটা , তৈল ,ডাল ,পেঁয়াজ, রসুন , ইত্যাদি কিনে দিতে পারেন।
- নিজ এলাকায় কিছু বিধবা মহিলা আছে তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করে দিতে পারেন।
- কিছ অক্ষম ব্যক্তি আছে তাদেরকে স্বল্প পুঁজি দিয়ে কোন দোকান চালু করতে পারেন ।
- কোন অক্ষম বা কর্মহীন ব্যক্তিকে রিক্সা বা কোন যানবাহন কিনে দিতে পারেন।
- মিসকীন অর্থ্যাৎ যে সমস্ত দরিদ্র লোক লজ্জার ভয়ে কারো কাছে হাত পাতে না তাদেরকে গোপনে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পাঠাতে পারেন ।